দৈনিক ইত্তেফাক

DEC. − 2 2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

115

নোয়াখালীতে চাঁদা না দেওয়ায় মাদ্রাসা পোড়াইয়া ছাই ॥ গ্রেফতার ১

নোয়াখালী সংবাদদাতা ॥ দশ হাজার টাকা চাঁদা না পাইয়া একদল চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী গত বুধবার রাত্রে সুধারাম থানার অশ্বদিয়া নূরুল উলুম ফারুকিয়া দাখিল মাদ্রাসার ঘর পোড়াইয়া দিয়াছে। ফলে আসবাবপত্র, মূল্যবান কিতাব ও বই-পত্রাদিসহ প্রায় সোয়া ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। পরদিন মাদ্রাসার সুপার বাদী হইয়া ১০ জন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করিলে গতকাল শুক্রবার পুলিশ ঘটনার সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে দুলালকে (২৫) গ্রেফতার করিয়াছে। মাদ্রাসার সুপার মাওলানা ওমর ফারুক অভিযোগ করিয়াছেন, ঘটনার দিন সকালে এলাকার টপটেরর চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী দলের নেতা এবং কয়েকটি মামলার আসামী সদ্য জামিন-প্রাপ্ত শাহজাহান ও তাহার কয়েকজন দোসর তাহার নিকট ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে। তিনি তাহাদের দাবীকৃত চাঁদা দিতে অস্বীকার করিলে তাহারা দেখাইবে বলিয়া হুমকি প্রদান করিয়া চলিয়া যায়।

নেতাকে বহিষ্কার ধর্মঘট প্রত্যাহার

রাজশাহী প্রতিনিধি

একজন ইন্টার্নি চিকিৎসককে দিগম্বর করে মারধর এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগের তিন চাঁদাবাজ নেতাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের বর্ধিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘটী ইন্টার্নি চিকিৎসকরা কাজে যোগদান করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, রোববার রাতে ছাত্রলীগের তিন নেতার অপারেশন চাঁদাবাজির পর পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকলে গতকাল সকাল সাড়ে ৯টায় মেডিকেল কলেজ একাডেমিক

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

শেষ পৃষ্ঠার পর

কাউন্সিলের বর্ধিত সভা আহ্বান করেন কলেজ অধ্যক্ষ। সভায় কলেজের সব বিভাগীয় প্রধান, একাডেমিক কাউন্সিলের সব সদস্য, ইন্টার্নি চিকিৎসক পরিষদ নেতৃবৃন্দ এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের উপস্থিতিতে অভিযুক্ত তিন ছাত্রলীগ নেতার এই ন্যক্কারজনক ঘটনার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় অভিযোগকারী ইন্টার্নি চিকিৎসক এবং অভিযুক্তদের বক্তব্যসহ অন্যদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তিন ছাত্রলীগ নেতাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার দায়ে অভিযুক্ত করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তাদের বিরুদ্ধে ওই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এ বি সিদ্দিকী জানান, ওই তিন ছাত্রলীগ নেতা রিয়াজুল ইসলাম রুমমান, সাইফুল ইসলাম এবং শুভ্রময় বড়ুয়া তৃতীয়বর্ষের পরীক্ষার্থী। পরবর্তী সময়ে তাদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ পাঠানো হবে বলে অধ্যক্ষ জানান।